পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

আধুনিকীকরণ চাই, তবে —

আধুনিকীকরন বা Modernisation একটি অতি প্রচলিত শব্দ। যখনই সরকার পরিবর্তিত হয় কিংবা কোন একটি সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যায় না তখনই ধুয়া তোলা হয় সব কিছু ঢেলে সাজাবার অথবা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিকে আধুনিকীকরণের। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আধুনিকীকরণের নামে বস্তা বস্তা টাকা পয়সা খরচ হলেও, বিস্তর গালভরা প্রযুক্তির কথা শোনা গেলেও পদ্ধতিটির জনবিরোধী চরিত্রটি পূর্বতত বহাল থেকে যায়। এ যেন অনেকটা পুরনো মদ নতুন বোতলে ঢেলে পরিবেশন করা। সাম্প্রতিককালে এ ধরণের উদাহরণ প্রায়শই খুঁজে পাওয়া যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। সবচেয়ে কাছের দৃষ্টান্তটি হচ্ছে পাকিস্তান।

১৯৮৮ সালে যখন পাকিস্তানী সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হক মার্কিনী চাপে ও বিশ্ব জনমতের প্রভাবে নির্বাচন ঘোষণা করেন — তখন তিনি আধুনিকীকরণের ধুয়া তুলে একই সাথে কয়েকটি চতুর পদক্ষেপও নিয়েছিলেন যাতে কিছুতেই জনপ্রিয় বা গণতন্ত্রী কোন দল বা ব্যক্তি সহজে নির্বাচিত হতে না পারে। সেইসব পদক্ষেপের একটি ছিল ভোটারদের পরিচয়পত্র। এই কার্ড আবার জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন সরকারী আমলারা। অতএব Id Card-টি যথাযথ ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে সরকার এবং তাদেরই দোসর আমলাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছার উপর।

জিয়াউল হকের আকস্মিক মৃত্যু হলেও নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে। '৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৮৮-এর নির্বাচন ছিল ৩য় অবাধ নির্বাচন। কিন্তু অবাধ নির্বাচন হলেও আইডি কার্ড-এর জটিলতা এবং ঘারপ্যাচের কারণে মাত্র চল্লিশ শতাংশ ভোটার নির্বাচনে অংশ নিতে পেরেছিলেন এবং অবশিষ্ট ষাট শতাংশ ভোটার বঞ্চিত হয়েছিলেন তাদের জন্মগত অধিকার ভোট প্রদান থেকে। কারণ এই অবশিষ্ট ষাট শতাংশ ভোটারের কাছে কোন আইডি কার্ড পৌঁছানো হয় নাই।

ইতিহাসের এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশে। বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ এর নামে যে বিরাট প্রজেক্ট চলছে তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কমপিউটার দ্বারা ভোটার লিষ্ট ছাপানোর পাশাপাশি রঙিন ছবিসহ আইডি কার্ড-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দৃষ্টিত সিদ্ধান্তটি একটি প্রহসন ও অশুভ খেলা মাত্র। একটি সামান্য ঘটনার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যাবে কেন এটি প্রহসন। এদেশের পুলিশ বিভাগ গত ২৩ বছর ধরে দাবী জানিয়ে আসছেন ২০ হাজার দাগী আসামীর আঙ্গুলের ছাপ-এর রেকর্ড কমপিউটারের মাধ্যমে সংগ্রহ করার। কিন্তু অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হয় নাই এবং আগামী ২/৩ বৎসরেও হবে বলে কেউ আশা দেননি। অথচ কর্তাব্যক্তিরা এক কলমের খোচায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন দেশের ১২ কোটি মানুষের (যার মধ্যে ৪/৫ কোটি ভোটার) পরিচয়পত্র রঙিন ছবিসহ ব্যবস্থা করবেন মাত্র দু'মাস সময়ের মধ্যে। কি করে সম্ভব এই বিশাল একটি কাজ এত অল্প সময়ে সম্পাদন করা? স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষের মনে সহজভাবে যে প্রশ্নটি উঁকি দেয় তা হলো— 'ফাঁকিটা কোথায়?'

২০/৩০ হাজার অপরাধীর আঙ্গুলের ছাপ-এর কমপিউটারায়ন পৃথিবীর কমবেশি সকল দেশেই আছে বা হচ্ছে। কেবলমাত্র বাংলাদেশেই এ ব্যাপারে আমরা আগ্রহী নই সম্পদের অভাবের জন্য। অথচ আমরা ৫ কোটি ভোটার-এর নিয়ন্ত্রণের জন্য রঙিন ছবিসহ আইডি কার্ড বানাবো কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। কি আশ্চর্য।

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ যে টেণ্ডার সিডিউলটি পত্রিকায় ছেপেছেন তার দিকে তাকালেও অবাক হতে হয়। কারণ এই টেণ্ডারে বর্ণানুক্রমিক সাজানোর (Sorting by alphabetical order) কোন কথাই লেখা নাই। মনে রাখতে হবে, কমপিউটার কোন টাইপ মেশিন কিংবা লেখা ছাপানোর যন্ত্র নয়। কমপিউটারে ডাটা প্রসেসিং-এর ন্যূনতম কাজটি হচ্ছে সর্টিং, এই কাজটিও উপেক্ষিত হয়েছে টেণ্ডার ডক্যুমেন্টে। শুধুমাত্র ছাপানোই যদি লক্ষ্য হয় তবে এই কাজটি প্রচলিত ছাপাখানায় ৬০ পয়সা খরচেই করা সম্ভব তার জন্য প্রতি কার্ডে ৬ টাকা খরচ করে (দশগুণ বেশি) নির্বাচন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ-এর নামে লোক হাসানোর কোন মানে হয় না। এই ধরণের কমপিউটারায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আমলাদের এবং বিশেষ একটি ব্যবসায়ী মহলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ফলশ্রুতিতে ব্যাপারটি ঘটে এবারের এস. এস. সি পরীক্ষার ফলাফলের মত, যেখানে ইংরেজিতে লেটার পাওয়া ছেলেটি 'আমার একটি গরু আছে'-এর অনুবাদ করে 'I am a cow'.

আমরা কেউই আধুনিকীকরণের বিপক্ষে নই। আমরাও চাই কমপিউটার ব্যবহৃত হোক জীবনের মান উন্নয়নে। কিন্তু ভোটার লিষ্ট তৈরির নামে যে অশুভ খেলা— যাতে কমপিউটারের প্রকৃত কোন প্রয়োগ নাই- তার চূড়ান্ত বিরোধিতা করছি। কোন একটি ব্যবসায়ী মহলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ হবে, ঘটবে কমপিউটারের অপপ্রয়োগ কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। এর বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মাহবুবুল হক শাকীল
ও এরশাদুল হক রোমেল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কমপিউটারে ভোটার তালিকা

গত জুলাই মাসে নির্বাচন কমিশন নতুন সংগ্রহিত ভোটারদের তালিকা কমপিউটারের ডাটা বেসে সংরক্ষণ ও মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কমপিউটারের ডাটা বেসে ভোটারদের তথ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি, পরবর্তীতে প্রতিটি ভোটারের ছবি উক্ত ডাটা বেসে রাখার সুবিধা নিয়ে এক বৃহৎ ডাটা বেস গড়ে তোলার পরিকল্পণা করে। কিন্তু জাতিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে ধাবিত হওয়ার মুহূর্তে অংকুরে হত্যা করেছে এক অশুভ কুচক্রী মহল।

কমপিউটার জগৎ-এর গত সংখ্যার তথাকথিত বিশেষজ্ঞ "ভোটার তালিকা কমপিউটারে বাংলা ডাটাবেসের এক নতুন....." শীর্ষক কলামে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেন।

গত বৎসরও অনুরূপ ভোটার তালিকা কমপিউটারে সংরক্ষণে বাধা দেয়া হয়, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি উদ্ধার না হওয়ায় নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকায় একই ধরণের কলাম লেখেন। যার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার বেকার যুবক সম্ভাবনাময় ডাটা এন্ট্রি করতে ব্যর্থ হয়। আমরা অবাক হই কমপিউটার জগৎ-এর ন্যায় ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে সোচ্চার পত্রিকায় উক্ত লেখা কিভাবে ছাপা হল।

উনি লিখেছেন 'এ যদি কেউ করতে পারেন তবে বুঝতে হবে— ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। হ্যাঁ, ডাল কিছুটা কালো কারণ উনার প্রতিষ্ঠান পাঁচ দিনের মধ্যে উক্ত কাজ ডেমোনেস্ট্রেশন করেন। ১৯৯০ সালে শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল কমপিউটারে প্রসেস করতে উনি ব্যর্থ হন, যা তার মত ব্যক্তির কাছে আমরা তা আশা করি নাই।

প্রাথমিকভাবে যেহেতু সকলের ছবি গ্রহন সম্ভব নহে কিন্তু পরবর্তীতে তার প্রয়োজন হবে। সকল ধরণের নেটওয়ার্কে প্রটোকল, মিনি বা মেইন ফ্রেমের বিদ্যমান RDBMS এর সাথে সংযোগ সুবিধাসহ লোকাল মেশিন এবং একটি সফটওয়ার প্রয়োজন। মিনি বা মেইন ফ্রেমের ডাটাবেস সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে হলেও শেষে উনি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের দেশে সকল সঙ্গত কাজ করা যায়।

অবশেষে বলতে চাই জাতিকে দুষ্ট গ্রহের হাত হতে রক্ষার জন্য এখনই সচেষ্ট হতে হবে।

বেলায়েত হোসেন রিজভী
৫/বি, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

একটি সমীক্ষা করুন

আগষ্ট ১৯৯২ সংখ্যায় কমপিউটার জগতে সরকারী খাতের কমপিউটারবিদগণের চাকরি ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থার কথা, সংক্ষিপ্ত হলেও, উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ। কমপিউটার যে কোন প্রতিষ্ঠানের অপচয় এবং দুর্নীতি রোধে সহায়তা করতে পারে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে সকলকে সহযোগীতা করার আহবান জানিয়েছেন। তাই হয়তো সরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারায়ন করলে কিছুটা গতিশীল হতে পারে এবং এ পেশায় নিয়োজিতগণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত ন্যায্য সমাধান আশা করতে পারেন। যা হোক, আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, দেশের সকল সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন ইত্যাদিতে কোথায় কোথায় কতটি, কি ধরণের কমপিউটার রয়েছে তার প্রয়োগ কতটুকু সফল হচ্ছে, কতজন কি ধরনের কমপিউটার পেশাজীবী রয়েছেন ইত্যাদির একটি সঠিক সমীক্ষা পর্যায়ক্রমে যদি প্রকাশ করেন তাহলে এ পেশায় নিয়োজিত সকলে এমনকি বর্তমান সরকারের নীতি নির্ধারকগণও যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন।

এন. ইসলাম
ঢাকা।

কমপিউটার জগৎ এলবাম

কমপিউটার জগৎ এলবাম—এক এখন পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার সুদৃশ্য বাঁধাই নতুন কভার আর্ট পেপারে চার রং অফসেটে ছাপা।

দাম মাত্র দুইশত টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১৪৬/১ আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং-এর গলি)
ঢাকা-১২০৫।
ফোনঃ ৫০ ৬৪ ৮৫